মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান

ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে এডিস মসার লাভা নির্মুল ও মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল চত্ত্বর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে উদ্যোগ নিয়েছেন মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র।

আজ বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে হাসপাতাল চত্ত্বর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও এডিস মশার লাভা ধ্বংশ করতে বিষ ছিটানো হয়।

মেহেরপুর পৌর সভার ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আল মামুন ও ৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোস্তাক আহম্মেদের নেতৃত্বে মেহেরপুর পৌর সভার পরিচ্ছন্ন কর্মীরা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে অংশ নেন।

২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আলম মামুন বলেন, বর্তমানে ডেঙ্গু পরিস্থিতি বেড়ে যাওয়ায় মেহেরপুর পৌর সভার পক্ষ থেকে হাসপাতাল চত্ত্বর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। এখন থেকে প্রতিদিনই মেহেরপুর পৌর এলাকার বিভিন্ন এলাকায় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চলবে। পাশাপাশি এডিস মশার বংশ নির্মুল করতে এডিস মশার লাভা বিষ প্রয়োগ করা করা হবে।
এসময় পৌরসভার পরিচ্ছন্ন কর্মী ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাপাসিটি চার্জ কী বোঝা, নাকি সক্ষমতার ভিত্তি?

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সংসদে বিদ্যুৎ বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিয়ে কিছু তথ্য উপস্থাপন করেন। তাতে দেখা যায় বর্তমান সরকার তিন মেয়াদের ১৪ বছরে কুইক রেন্টালের ভাড়া এবং ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ ১ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। এনিয়ে দেশের দুই গণমাধ্যমে যে ভাবে সংবাদ ছেপেছে তাতে মনে হচ্ছে সরকারী বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো অলস বসে

থেকে ক্যাপাসিটি চার্জের নামে রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় করেছে সরকার। তথ্যের খেলায় পাঠকদের বিশেষ দিকে ধাবিত করার অপচেষ্টা।

কিছু গণমাধ্যমে যেভাবে উপস্থাপন
মঙ্গলবার সংসদে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। সেই তথ্য দিয়ে বুধবার প্রথম আলো প্রধান খবর হিসেবে প্রকাশ করেছে। শিরোনাম দেওয়া হয়েছে- “বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভাড়া কারা কতো পেলো”। আর ডেইলি স্টারের শিরোনাম ”ক্যাপাসিটি চার্জের বোঝা, চিন্তার চেয়েও বেশি। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সংসদে উপস্থাপিত তথ্যকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেনো প্রাইভেট বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে টাকা দিচ্ছে সরকার। কেন কুইক রেন্টালগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে টাকা দিচ্ছে এই নিয়ে কোথাও কোন ব্যাখা বা তথ্য দেয়া হয়নি।

কুইক রেন্টাল কেন এলো
৩০ বছর আগেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জ্বালানি হিসাবে বিবেচনা করা হতো তেল আর গ্যাসকে। তার আগে হতো জলবিদ্যুৎ। ২০০০ সালের আগে পরে তেলের দাম কম থাকতে তেল নির্ভর বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট করতে শুরু করে বড় প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলো। তখন ১/২ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ সমৃদ্ধ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বিদ্যুৎকেন্দ্র করবার সক্ষমতা ছিল না। আর ২০০৯ সালে ৩২৬৮ মেগাওয়াট সক্ষমতা নিয়ে দেশে প্রয়োজন ছিল চটজলদি বিদ্যুৎ আর সঞ্চালন লাইন, সাবস্টেশন নির্মাণসহ ভবিষ্যতের বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা। দিনে ১৫/১৬ ঘণ্টার লোডশেডিং ও বিদ্যুতের কারণে শিল্পের উৎপাদন হ্রাস থেকে চটজলদি বিদ্যুৎ এর জন্য কুইক রেন্টালের কোন বিকল্প ছিল না সেই সময়ে।

ক্যাপাসিটি চার্জ কী
প্রাইভেট কুইক রেন্টাল থেকে সরকার নগদ টাকায় বিদ্যুৎ কিনে নেয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু প্রাইভেট এই ইনভেস্টরদের ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন এর কথাটা মাথায় রাখা আবশ্যক ছিল। কেউ ১/২ হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করে একটা বিদ্যুৎকেন্দ্র বানাচ্ছে, এখন সরকারের যদি বিদ্যুতের অল্টারনেটিভ সোর্স তৈরি হয়ে যায় আর বিদ্যুৎ না কেনে ওই সকল কেন্দ্র থেকে তাহলে কি হবে? এতো ইনভেস্টমেন্ট তো মাঠে মারা যাবে। তখন আসে ক্যাপাসিটি চার্জ বিষয়টা।

মানে সরকার যদি বিদ্যুৎ নাও কেনে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মিনিমাম একটা এমাউন্ট ওই বিদ্যুৎ কোম্পানিকে দিতে হবে, যতদিন সেই প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত মূলধন, খরচ আর লাভ উঠে না আসে। কোন কোন বিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর সময়টা ১৫ থেকে ২৫ বছরের একটা চুক্তি। আবার প্রাথমিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেও যদি সরকারের বিদ্যুৎ প্রয়োজন থাকে তাহলে ৩/৪ বছরের জন্য চুক্তি নবায়ন করতে পারবে।

আপনি হলে কী করতেন
একটা বিশেষ পণ্যের ব্যবসা শুরু করলেন যেটা শুধু সরকার কিনতে পারবে। সেই পণ্য উৎপাদনের জন্য আপনি ৫০ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়ে কারখানা বানালেন। এখন দুই বছর পরে হুট্ করে যদি সরকার বলে তারা আপনার কাছ থেকে আর পণ্য কিনবে না কারণ আরেকটা কারখানা থেকে তারা আও সহজেই পণ্য কিনতে পারছে, তখন আপনি কি করবেন? আপনি অবশ্যই আপনার লাভসহ বিনিয়োগ উঠে আসার নিশ্চয়তা চাইবেন, এই নিশ্চয়তা থেকেই এসেছে ক্যাপাসিটি চার্জ বিষয়টা। অর্থাৎ চুক্তির নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যদি সেই সকল কুইক রেন্টাল থেকে বিদ্যুৎ না কেনে, তাহলে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট একটা চার্জ দিতে হবে কুইক রেন্টালগুলোকে, যেটা “ক্যাপাসিটি চার্জ” হিসাবে পরিচিত।

ক্যাপাসিটি চার্জ কেন নিরাপদ সিদ্ধান্ত
২০১৪/১৫ থেকে সম্ভবত সরকার কয়লা বিদ্যুতের দিকে গেছে, যেখানে সরকার নিজেই বিনিয়োগ করে বা সহজ শর্তে বৈদেশিক ঋণ নিয়ে, বা যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিদ্যুৎকেন্দ্র বানাচ্ছে। এখন এই সকল কয়লা আর এলএনজি নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ কিনলে বেশি দাম দিয়ে তেল নির্ভর প্রাইভেট প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ কেনার প্রয়োজন নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তেল ভিত্তিক ভাড়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ কেনাটা অনেক দাম পরে যাচ্ছে, কারণ ২০০০ সালে যেই তেলের দাম ছিল ১২ টাকা লিটার, বর্তমানে সেই তেলের দাম ১০৯ টাকা লিটার। তাই বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনলে সরকারের যা খরচ হবে, তারচেয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়ে দিলে খরচ কম হবে, এই চিন্তা থেকে ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়ে দেয়াটাই নিরাপদ সিন্ধান্ত।

বর্তমানে ১০২ টি বেসরকারি বিদ্যুতকেন্দ্রের মধ্যে ৮টি কুইক রেন্টালের সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সরকার চুক্তি নবায়ন করেনি। কারণ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি ও নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে, সরকারের আর প্রয়োজন নেই সেই সকল কুইক রেন্টাল

থেকে বিদ্যুৎ কেনার। কিছু কুইক রেন্টাল থেকে চুক্তির বাধ্যবাধকাতার কারণে বিদ্যুৎ এখনও কিনতে হচ্ছে সরকারকে, বা ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হচ্ছে। কারণ বর্তমানে মোট প্রয়োজনের মাত্র ৪৪ শতাংশ সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে উৎপাদন করতে পারছে। এখনও ৪৩ শতাংশ বিদ্যুতের জন্য বেসরকারি রেন্টালের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে সরকারকে।

এখন ২০২৩ এ বসে সেই চুক্তি আর ক্যাপাসিটি চার্জকে অনর্থক মনে হতেই পারে। কিন্তু ৯৬/৯৭/৯৮ সালে ওই প্রাইভেট কোম্পানির শর্তে রাজি না হলে কোন বিদ্যুৎ উৎপাদনই সম্ভব হতো না তখন। শিল্পের উৎপাদন আর লোডশেডিং থেকে নিস্তারের জন্য বসে থাকতে হতো আরও ৭/৮ বছর।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে গত ১৪ বছরে সরকারি বিনিয়োগে বিদ্যুতের বড় বড় প্রকল্পের সাথে সাথে সরকার বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন বাড়িয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। বেড়েছে আধুনিক টেকনোলজি সম্পন্ন সাবস্টেশনের সংখ্যা। বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩ গুণ।

মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক বহি:স্কার, কমিটি বিলুপ্ত

মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগ সম্পাদকের মাদক গ্রহনের ছবি ভাইরাল এবং সংগঠন পরিপন্থী কার্যকলাপের কারনে শেখ সাকিবকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ থেকে সাময়িক বহিস্কার করা হয়েছে। সেই সাথে স্থায়ীভাবে বহি:স্কারের জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ বরাবর সুপারিশ করা হয়েছে। এদিকে একই বিজ্ঞপ্তিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাতে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক এমএ খালেক অসুস্থ্য

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক অসুস্থ্য হয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে এমএ খালেক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
তিনি কোল্ড এনার্জি ও হাইপ্রেসারে ভুগছিলেন। বর্তমানে তার অবস্থা উন্নতির দিকে বলে জানান তিনি।

এমএ খালেক জানান,গতকাল সোমবার সন্ধ্যার দিকে ব্যক্তিগত অফিসে বসে নেতাকর্মীদের সাথে রাজনৈতিক আলাপচারিতায় ছিলাম। হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে পড়লে দ্রুত মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবারের লোকজন।

তিনি বলেন, কোল্ড এনার্জি থেকে এ্যাজমায় রুপ নিয়েছে। বর্তমানে হাইপ্রেসার, অক্সিজেন ও রক্তের লেবেল নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এক সপ্তাহ পর্যন্ত বিছানায় বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

মেহেরপুর সদর থানা ও গাংনী থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৩ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সদর থানা পুলিশের অভিযানে চুরির মামলার আসামি সদর উপজেলার কোমপুর গ্রামের জুলমত আলীর ছেলে আবুল কালাম আজাদ, গাংনী থানা

পুলিশের অভিযানে মকবুল হোসেন ও শরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী পৌর বিএনপির সম্পাদক গ্রেফতার

গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেনে মেঘলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মকবুল হোসেন গাংনী বাস্ট্যান্ডপাড়া এলাকার মৃতু ওয়াজ উদ্দীনের ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গাংনী বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত একটি মামলায় মকবুল হোসেন মেঘলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মকবুল হোসেনকে মেঘলাকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে ৩ টি দোকানে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ, মুল্যবিহীন পন্য বিক্রী ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রয় করার অপরাধে তিনটি দোকানে অভিযান চালিয়ে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক গাংনী উপজেলার বাশঁবাড়ীয়া ও চিৎলা বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

পূর্বে সতর্ক করার পরেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ ও মেয়াদ মুল্য বিহীন পন্য বিক্রীর অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় চিৎলা বাজারে মেসার্স মিন্টু স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া একই বাজারের মেসার্স আনারুল স্টোরকে ২০০৯ সালের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৭ ও ৩৮ ধারায় ২ হাজার টাকা এবং সারের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রীর করার অপরাধে একই আইনের ৩৮ ও ৫১ ধারায় মেসার্স আসিফ এন্টারপ্রাইজ নামক সার-কীটনাশক বিক্রয় প্রতিষ্ঠানকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় এই দোকান থেকে বেশ কিছু খাদ্যপণ্য ও সার জব্দ করা হয়। পরে জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য জনসম্মুখে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। এসময় জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে কান ধরে মাদক সেবন ও চুরি না করার অঙ্গিকার

মেহেরপুর পানি উত্তোলনের বৈদ্যুতিক মোটর চুরি করে ধরা পড়ার পর পৌরসভায় সালিশে একে অপরের কান ধরে আর জীবনে চুরি ও মাদক সেবন না করার অঙ্গিকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

গত রোববার রাতে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গোরস্থান পাড়ার যুবক শাকিল হোসেন, সুজন হোসেন, রাজু ও ময়না গোরস্থানের ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের বৈদ্যুতিক মোটর চুরি করে বিক্রি করে।

বিভিন্ন মাধ্যমে চোর সনাক্ত হলে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন মঙ্গলবার দুপুরে অবিভাবকদেরসহ চার যুবককে কাউন্সিলরদের মাধ্যমে পৌর কার্যালয়ে হাজির করেন। এসময় অবিভাবকদের নির্দেশে চার যুবক একে অপরের কান ধরে জীবনে আর চুরি ও মাদক সেবন করবেনা বলে অঙ্গিকার করে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাদের পুলিশে হস্তান্তর না করারও অনুরোধ জানায়।

যুবকরা তাদের পাড়ার অধিকাংশ যুবক ও কয়েকজন নারীর নাম উল্লেখ করে বলেন- তারা হেরোইন, ফেন্সিডিল ও গাঁজা ব্যবসা করে । তারাই তাদের বিপথগামী করেছে। অবিভাবকদের অনুরোধে ও যুবকদের ক্ষমা প্রার্থনায় তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে মাদকসহ বিভিন্ন মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে বিভিন্ন সময়ে পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মাদক মামলা ৭ এর আসামি মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার ইসমাইল হোসেনের ছেলে জনি হোসেন (২৬), ১৫১ ধারায় গ্রেফতারকৃত আসামি সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের জাহের আলীর ছেলে মোস্তাক হোসেন (৩০) ও মামলা নং ২৯ এর আসামি পিরোজপুর যাদুখালিপাড়া এলাকার খোকন পাইকের ছেলে দিপন পাইক (২৬)।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

আজ মঙ্গলবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ন্যায় বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি যুবলীগ নেতার

পাওনা টাকা ও ন্যায় বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য দেবাশিষ বাগচি মনু।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সোডাপ মিলনায়তনে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ সরফরাজ মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ হুমকি দেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আমি আওয়ামী পরিবারের সন্তান এবং আমি নিজেও বর্তমানে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য। পারিবারিক সূত্রে বহুবছর যাবৎ ঠিকাদারি ব্যবসা করে আসছি। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ সরফরাজ মৃদুলের সাথে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করি। ২০১৫ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টা নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫

থেকে ২৭ কোটি টাকা।

তিনি বলেন, ২০২১ সালের প্রথম দিকে যৌথ ঠিকাদারি ব্যবসা পরিসমাপ্তি ঘটালে তার সাথে আমার মুলধন ও লভ্যাংশসহ আনুমানিক দুই কোটি ৫০ লক্ষ টাকার উপর পাওনা হয়। প্রাপ্য টাকার না পেয়ে আমার ও তার পরিবারের লোকজনসহ জেলা যুবলীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবহিত করি। এক সময় সবার হস্তক্ষেপে ২০২৩ সালের জানুয়ারীতে আমার সাথে হিসাব করতে রাজি হয়। আমি হিসাবে বসতে বললে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপন করে। এক পর্যায়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে তখন সে মৌখিক ভাবে এক কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিমাংসা কেও এবং আমাকে চলতি বছরের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ঢাকায় যেতে বলে । ঢাকার আদাবরে তার বাসার সামনে গেলে রিংরোড সাহাবুদ্দিন প্লাজার ওসিস কফিসপে বসে আমাকে ২৪/০৭/২০২৩ তারিখ দিয়ে রুপালি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার এক কোটি ৮০ লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করে।

আমি চেকে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী ২৪ জুলাই টাকা উত্তোলোনের জন্য অগ্রণী ব্যাংকে চেক জমা করি। এক সপ্তাহ পর ব্যাংক থেকে চেক ডিজ অনার দেখিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করে। যেখানে লেখা আছে গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে একাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ওই চেক ব্যাংকে জমা দেওয়ার দিনই চেকদাতা শহীদ সরফরাজ মৃদুল চেকটি হারিয়ে গেছে বলে মেহেরপুর থানায় একটি মিথ্যা জিডি করে, যার নম্বর ১২৭৫। এর পর থেকে সে আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করে এবং আমি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের হওয়ায় জাত-পাত তুলে গালিগালাজ করে।

আমি নিরুপায় হয়ে গত ৩০ আগষ্ট শহীদ সরফরাজ মৃদুলের নামে একটি আইনগত নোটিশ পাঠায়। একই দিন আমার বিরুদ্ধে সে আদালতে একটি পিটিশন মামলা করে। ওই মামলার কারনে ১ সেপ্টম্বর আমার বাড়িতে পুলিশে তল্লাশি চালায়। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবার হুমকির মধ্যে রয়েছি। আমি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে আমাকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আমাকে দেওয়া চেক ছিনিয়ে বা প্রশাসনিক ক্ষমতায় নিয়ে নেওয়া হলে এবং আমি ন্যায় বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার কোন উপায় থাকবে না।
সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

তবে, অভিযুক্ত জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ সরফরাজ মৃদুলের মোবাইলে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।